330

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 6 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পাহাড়ী ছাত্রাবাসগুলো পুনরায় চালু করুন

মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক শোভা আর বিচিত্র পর্বতমালার বিক্ষিপ্ত সমাহারে গড়ে ওঠা রূপালী সরলা খাগড়াছড়ি। আর এই খাগড়াছড়ির আদি বিদ্যাপীঠ খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রাচীন হলেও পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ১৯৫৭ সালে। প্রতিভা ও মেধা বিকাশের এক নিটোল ইতিহাস রচনা করেছে এ বিদ্যালয়টি।

আমাদের এই বিদ্যালয়টি খাগড়াছড়ি জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়গুলোর একটি। অথচ এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও আমাদের অনেকের পড়াশোনা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তার একমাত্র কারণ আবাসন সমস্যা। এটি ছাড়া অন্য কোনো ভালো বিদ্যালয় না থাকায় আমরা অনেকেই পাহাড়ের দূর দূরান্ত এলাকা থেকে এখানে পড়তে আসি। পরিতাপের বিষয়, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে জেলা সদরে অবস্থান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া বিদ্যালয় থেকে কারো কারো বাসার দূরত্ব এতোই বেশি যে, ক্লাস শেষে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। যার ফলে ঠিকমতো ক্লাসের পড়া আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য কিংবা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

অথচ আমাদের মতো দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য অতীতে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের আওতায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক দুটি ছাত্রাবাস তৈরি করে বিনামূল্যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতে অনেক গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রী উপকৃত হলেও অজ্ঞাত কারণে ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা আবার দুরবস্থায় পতিত হয় এবং পরিত্যক্ত ছাত্রাবাসগুলো বারংবার টাউট-বাটপাড়দের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়। এমতাবস্থায় উক্ত ছাত্রাবাসগুলো পুনরায় চালু না করলে আমরা ভাগ্য বিড়ম্বিত পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীরা এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো। এমনকি এর ফলে আমাদের শিক্ষাজীবনও অকালে শেষ হয়ে যেতে পারে। অথচ আমরাও চাই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে শরিক হতে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন, খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাহাড়ী ছাত্রাবাসগুলো পুনরায় চালু করে অসহায় পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা লাভের পথ সুগম করলে কৃতার্থ হবো।

জেমিন চাকমা
বিপ্লব চাকমা
খাগড়াছড়ি।